ফাতওয়া নাম্বার: ৩২ তারিখ: ১৫-০৬-২০২০ ইংরেজি

‘কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে’ এই হাদিসের ব্যাখ্যা কি?

প্রশ্ন:

আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ!

رُفعتِ الأقلامُ وجفَّتِ الصُّحفُ

‘কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে’

এই হাদিসের ব্যাখ্যা কি? আমাদের তাকদীর কি পরিবর্তন হয় না? নাকি দোয়ার মাধ্যমে কিছু বিষয় পরিবর্তন হয় আর কিছু হয় না? এই বিষয়টি নিয়ে অনেক দিন যাবত চিন্তা করছি, কোন শায়েখের কাছেও যেতে পারছি না, মানুষকে হাদিসটা বলে ব্যাখ্যা করতে পারছি না।

হাবিব

উত্তর:

ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

তাকদীর বা কাযা দুই প্রকার,

এক. কাযা মুবরাম বা চূড়ান্ত ফায়সালা। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার ইলম অনুযায়ী তিনি লাওহে মাহফুযে আমাদের যে তাকদীর বা ভাগ্য লিখে রেখেছেন, এতে কোনো পরিবর্তন হয় না। উল্লিখিত হাদিসে رُفعتِ الأقلامُ وجفَّتِ الصُّحفُ দ্বারা এ প্রকার তাকদীরই উদ্দেশ্য।

দুই. কাযা মুআল্লাক তথা সম্ভাব্য তাকদীর। যেমন, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন, যদি সে দোয়া না করে, তবে তাকে এ বিপদের মুখোমুখী করো আর যদি দোয়া করে, তবে তাকে এ বিপদ থেকে হেফাজত করো। কোনো কোনো হাদিসে দোয়া বা অন্যান্য আমলের মাধ্যমে তাকদীর পরিবর্তনের যে কথা এসেছে, তা দ্বারা এ প্রকার তাকদীর উদ্দেশ্য। এখানে তাকদীর পরিবর্তন হয় ফেরেশতাদের ইলম অনুযায়ী। নতুবা আমরা দোয়া করে বিপদ হতে মুক্তি পাব, না দোয়া না করে বিপদে পড়ব, তা আল্লাহ তায়ালা আগে থেকেই জানেন এবং তিনি নিজ ইলম অনুযায়ী লওহে মাহফুযে তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাতে কোনও পরিবর্তন হয় না।

এক হাদিসে এসেছে,

من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه - صحيح البخاري: (2067)، صحيح مسلم (2557)

“যে ব্যক্তি চায়, তার রিযিক বাড়িয়ে দেয়া হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি করা হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।” -সহিহ বুখারী : ২০৬৭; সহিহ মুসলিম : ২৫৫৭

হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার (৮৫২ হি.) রহ. বলেন,

ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى: {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} والجمع بينهما من وجهين: أحدهما: .... أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل، فكأنه لم يمت.

ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، وأما الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى، كأن يقال للملك مثلا: إن عمر فلان مائة مثلا إن وصل رحمه، وستون إن قطعها. وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص وإليه الإشارة بقوله تعالى: {يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك، وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة. ويقال له القضاء المبرم، ويقال للأول القضاء المعلق. -فتح الباري: 416/10

“হাদিসটি বাহ্যিকভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (যখন তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে পড়বে, তখন তারা মুহূর্তকালও পেছনে যেতে পারবে এবং সামনেও যেতে পারবে না। সূরা আরাফ, ৩৪ সূরা নাহল, ৬১) এর বিপরীত। তো আয়াত ও হাদিসের মাঝে দুই পদ্ধতিতে সমন্বয় করা যায়,

এক. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার দ্বারা আনুগত্য ও গুনাহ হতে বেঁচে থাকার তাওফীক হয়, যার কারণে মৃত্যুর পরও ব্যক্তির সুনাম-সুখ্যাতি অবশিষ্ট থাকে, তাই সে যেন মৃত্যুর পরেও অমর থাকে।

দুই. হাদিসে আয়ু বৃদ্ধি দ্বারা বাস্তবে আয়ু বৃদ্ধিই উদ্দেশ্য। তবে তা আয়ুর দায়িত্বশীল ফেরেশতার ইলম অনুযায়ী। আর আয়াতে যে বলা হয়েছে, আয়ু বাড়েও না, কমেও না, তা আল্লাহ তায়ালার ইলম অনুযায়ী। উদাহরণস্বরূপ ফেরেশতাকে বলা হল, যদি অমুক ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, তবে তার আয়ু হবে একশ বছর। আর যদি সে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, তবে তার আয়ু হবে ষাট বছর। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার ইলমে তার মৃত্যুর যে সময় রয়েছে, তাতে আগ-পিছ হবে না। তবে ফেরেশতার ইলম অনুযায়ী আয়ু কম-বেশী হতে পারে। আল্লাহ তায়ালার বাণী, يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (আল্লাহ যা চান মুছে দেন এবং যা চান বলবৎ রাখেন। সবকিছুর মূল কিতাব-লাওহে মাহফূয তাঁরই কাছে। সূরা রদ (১৩) : ৩৯) এতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব পরিবর্তন হয় ফেরেশতার ইলম অনুযায়ী। আর লাওহে মাহফুযে যা রয়েছে, সেটাই আল্লাহ তায়ালার ইলম, তাতে কোনো পরিবর্তন হয় না। একে কাযা মুবরাম বলে আর প্রথম প্রকারকে কাযা মুয়াল্লাক বলে। -ফাতহুল বারী : ১০/৪১৬

فقط. والله تعالى اعلم بالصواب

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি

২০ শে শাওয়াল, ১৪৪১ হি.

১৫ ই জুন, ২০২০ ইং